অধ্যায় ১

নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি

(Theoretical Foundation of Feminism)

অধ্যায়সূচী

// ভূমিকা ☐ নারীবাদের ইতিবৃত্ত ☐ উদারনৈতিক নারীবাদ ☐ মার্কসীয় নারীবাদ ☐ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ ☐ র‍্যাডিকাল বা বৈপ্লবিক নারীবাদ ☐ সাংস্কৃতিক নারীবাদ ☐ পরিবেশ প্রধান নারীবাদ ☐ নয়া নারীবাদ বা উত্তর নারীবাদ ☐ 'রাজনীতি' শব্দটির পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণ ☐ পিতৃতন্ত্র ☐ যৌনতা ও লিঙ্গ ☐ ব্যক্তিগত পরিসর ও গণ পরিসরের মধ্যে বিভাজন ☐ সমতা ও ভিন্নতা ☐ উপসংহার //

১.১. ভূমিকা (Introduction)

নারীবাদ হল রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক আন্দোলনের মিলিত রূপ। নারীবাদকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যা লিঙ্গবৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমস্ত ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমালোচনা করে এবং একইসাথে নারী ও নারীকেন্দ্রিক বিষয়গুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, বিশেষত ফ্রান্সে এ ব্যাপারে সচেতনতার উন্মেষ লক্ষ্য করা গেলেও , খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এর বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। নারীবাদের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয় এবং নারীবাদ কোনো একজন বা দুজন তাত্ত্বিকের চিন্তার সমাহারও নয়। রাজশ্রী বসু, 'প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "নারীবাদ হল সকল ধরনের আত্মসচেতন, সমাজসচেতন, আধিপত্য বিরোধী নারী-অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ একটি চিন্তাধারা।" তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত ও বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নারীবাদী চিন্তাধারাগুলি কতকগুলি বিষয়ে সহমত প্রকাশ করে অথবা বলা যেতে পারে নারীবাদী আদর্শের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা সম্ভব—

প্রথমত, নারীবাদ সমাজে পুরুষদের তুলনায় নারীদের নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে,

দ্বিতীয়ত, এই নিম্নতর অবস্থানের জন্য একমাত্র দায়ী হল নারী-পুরুষের লিঙ্গগত বৈষম্য,

তৃতীয়ত, নারী-পুরুষের যৌন পার্থক্য প্রাকৃতিক হলেও, লিঙ্গের ধারণা সমাজ কর্তৃক নির্মিত,

চতুর্থত, যেহেতু লিঙ্গ সমাজের দ্বারা নির্মিত তাই সেটি অবশ্যই পরিবর্তনশীল,

16:26 • 81%
You
01/04/22, 11:23

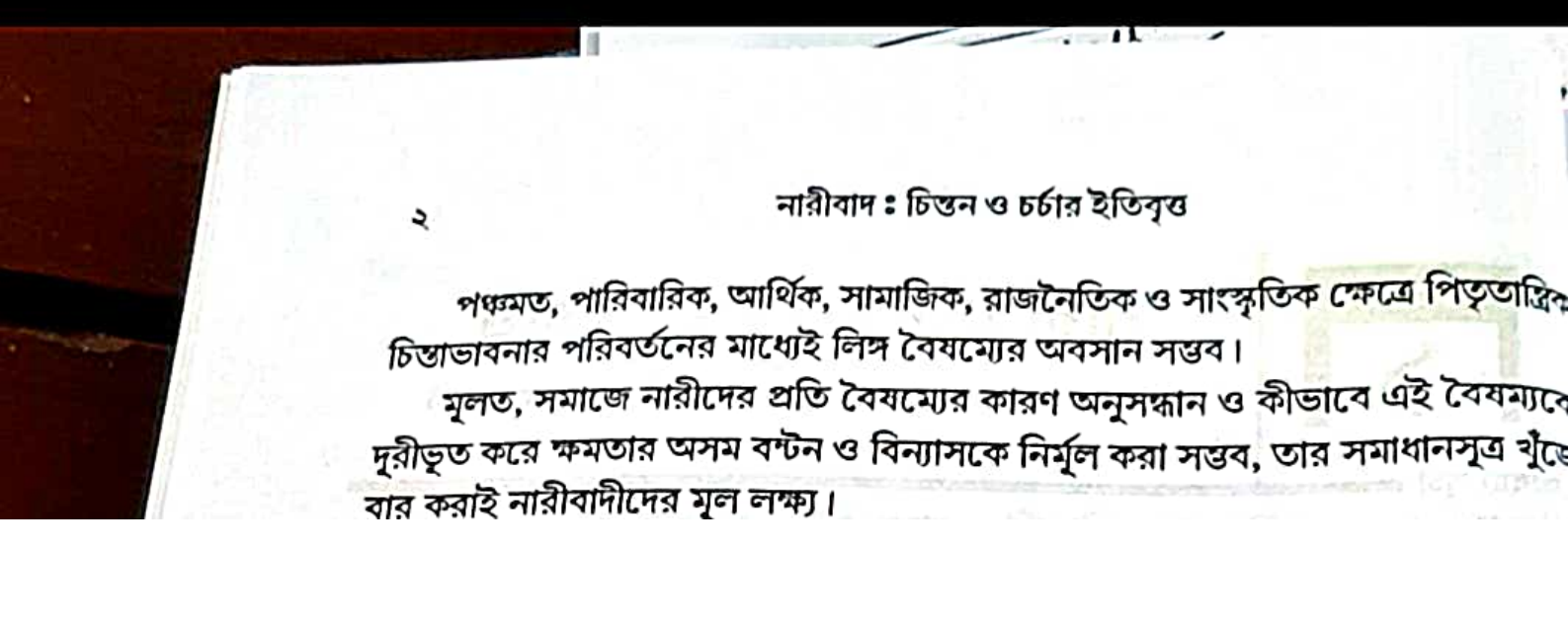

পঞ্চমত, পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক
চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের মাধ্যেই লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান সম্ভব।

মূলত, সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও কীভাবে এই বৈষম্যকে
দূরীভূত করে ক্ষমতার অসম বণ্টন ও বিন্যাসকে নির্মূল করা সম্ভব, তার সমাধানসূত্র খুঁজে
বার করাই নারীবাদীদের মূল লক্ষ্য।

২.১৪ নারীবাদ কী? *What is Feminism ?*

বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখিও যথেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু 'নারীবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝায় এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, **নারীবাদ হল এমন একটি শক্তি যা নারীজাতিকে একটি আত্মসচেতন সামাজিক শ্রেণিতে পরিণত করেছে** ("Feminism is the force which has transformed women into self conscious social category."—Bandana Chatterji, *Women & Politics in India*)।

বাসবী চক্রবর্তীর মতে, "নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীমুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।" (বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', প্রসঙ্গ মানবী বিদ্যা, পৃষ্ঠা ৩৮)। অপর এক নারীবাদী লেখিকা **রাজশ্রী বসুর** মতে, নারীবাদ

Scanned with CamScanner

হল তত্ত্ব ও বাস্তবের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে এবং 'নারী' হওয়ার কারণেই একজন মহিলা সমাজে যে অসাম্যের শিকার হয়, তার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। শ্রীমতী বসু আরো বলেন, নারীবাদীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা, মূল্যবোধ, অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেন যাতে নারীর লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটে। সমাজকে বোঝা, সমাজে নারী পুরুষের অবস্থাগত বৈষম্যকে বোঝা, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার অসম বণ্টন ও বিন্যাসকে অনুধাবন করা এবং কীভাবে এর সমাধানসূত্র খুঁজে বার করা যায়—এই সমস্ত কিছু নিয়েই নারীবাদ চর্চা করে।

এই নারীবাদ নারীকে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাতে চায় যেখানে সে নিজের সত্তাকে খুঁজে নিতে পারে। নারীবাদ একাধারে রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক আন্দোলন, যা লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চায়। এককথায় বলা যায়, নারীবাদ হল এমন একটি প্রত্যয় যেখানে নর অথবা নারী যে-কোনো মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা বিচারে লিঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই ("In its essence it [feminism] is the belief that the nature and worth of a human being, man or woman, should be independent of gender.")।

11. 1. ..

{ no student present

পঞ্চমত, পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের মাধ্যেই লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান সম্ভব।

মূলত, সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও কীভাবে এই বৈষম্যকে দূরীভূত করে ক্ষমতার অসম বণ্টন ও বিন্যাসকে নির্মূল করা সম্ভব, তার সমাধানসূত্র খুঁজে বার করাই নারীবাদীদের মূল লক্ষ্য।

১.২. নারীবাদের ইতিবৃত্ত (History of Feminism)

'নারীবাদ' সাম্প্রতীককালে গড়ে ওঠা একটি ধারণা হলেও নারীবাদী চিন্তাধারার অস্তিত্ব প্রাচীন গ্রীস ও চীনের সভ্যতায় দেখতে পাওয়া যায়। ১৪০৫ সালে ইতালিতে প্রকাশিত ক্রিস্টিন দ্য পিসান (Christine de Pisan)-এর রচিত *Book of the City of Ladies* গ্রন্থেও আধুনিক নারীবাদের বেশকিছু ঝলক দেখতে পাওয়া যায়[১]। নারীবাদী শব্দটি ব্যবহার করা না হলেও সমাজে নারীদের বৈষম্যমূলক আচরণ, নারীদের প্রতি বঞ্চনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ইংল্যান্ডে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই। মূলত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যার প্রভাব নারী জীবনেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন কল-কারখানার শহরকেন্দ্রিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে নারীরা যেভাবে অংশগ্রহণ করতে পারত, কল-কারখানায় তা সম্ভব ছিলনা। ফলে নারীরা পুরোপুরি গৃহবন্দী হয়ে পড়ে। গার্হস্থ্য জীবনের সাংসারিক কাজের সঙ্গে বাইরের কর্মজীবনের মধ্যে পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে খ্রিষ্টধর্ম, গির্জা প্রভৃতির প্রাধান্য হ্রাস পায়। ফলে অবিবাহিত মহিলারা আগে যেখানে গির্জায় আশ্রয় নিতে পারতেন, উত্তর সংস্কার পর্যায়ে তার সম্ভাবনাও কমে যায়। এমন অবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিবাহ-ই মহিলাদের অন্যতম উপায় হয়ে ওঠে। ফলে নারীরা পুরুষদের ওপর আরো বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে[২]। এই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বহু আলোচনা শুরু হয়। চিন্তাবিদ মেরি অ্যাস্টেল (Mary Astell)-এর চিন্তাধারায় আধুনিক নারীবাদী চিন্তাধারার কিছু ঝলক এখতে পাওয়া যায়। অ্যাস্টেল দেকার্ত (Descrates)-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দেকার্তের মতে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা রাখে। অ্যাস্টেলও এই চিন্তা-ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থক হওয়ায় কোনোরকম ভোটাধিকারকেই সমর্থন

১। Andrew Heywood (2012), *Political Ideologies : An Introduction*, 5th Edition, Palgrave Macmillan, PP.227.

২। রাজশ্রী বসু (২০২১), "নারীবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব", রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী [illegible] মানবীবিদ্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, উর্বী প্রকাশন, পৃ। ১০৪।

করেননি, ফলে নারীর ভোটাধিকারকেও স্বীকার করেননি। এই কারণেই অ্যাস্টেলকে অনেকেই নারীবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে গ্রহণ করেননি[৩]। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে, মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণা ও ফরাসী বিপ্লব খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘটনা। যুক্তিবাদীতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানুষের অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও খুব সচেতনভাবে শুধুমাত্র পুরুষদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বলতে মূলত পুরুষদেরই বোঝানো হয়, নারীরা ব্রাত্যই থেকে যায়। এই চিন্তাধারার বিরোধীতা করে ১৭৭২ সালে প্রকাশিত হয় মেরি উলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft)-এর *A Vindication of the Rights of Women* গ্রন্থটি। এখান থেকেই শুরু হয় আধুনিক নারীবাদী চিন্তাধারা। এরপর থেকেই নারীকে কেন্দ্র করে যেমন বিভিন্ন চিন্তাধারা গড়ে উঠতে শুরু করে, ঠিক একইভাবে বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আন্দোলন। সময়ের নিরিখে এই আন্দোলনগুলিকে কতকগুলি পর্যায় বিভক্ত করা হয়, নারীবাদে যাদের **'তরঙ্গ' (Wave)** বলা হয়। নারীবাদে এই ধরনের চারটি তরঙ্গ দেখা যায়— **প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গ**। একই সঙ্গে নারীবাদকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন চিন্তাধারা গড়ে ওঠে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : উদারনৈতিক নারীবাদ, মার্কসীয় নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ, মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদ, উত্তর আধুনিক নারীবাদ, পরিবেশ প্রধান নারীবাদ, কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ।

১৯৬৮ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত মার্থা ওয়েইম্যান লিয়ার (Martha Weinman Lear)-এর নিবন্ধ 'দ্য সেকেন্ড ফেমিনিস্ট ওয়েভ'-এ সর্বপ্রথম নারীবাদের বিভিন্ন পর্যায়কে উপস্থাপন করার জন্য 'তরঙ্গ' শব্দটিকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 'তরঙ্গ' রূপকটি নারীবাদের বিভিন্ন পর্যায়কে পৃথকভাবে বুঝতে সাহায্য করলেও এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, নারীবাদের প্রতিটি তরঙ্গ কবে শুরু হচ্ছে এবং কবে শেষ হচ্ছে তার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা সাল নির্ধারণ করা অসম্ভব। নিম্নে নারীবাদের বিভিন্ন তরঙ্গগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল—

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ (First Wave of Feminism) :

ফরাসী বিপ্লব ও মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণা এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা। এইসময় যুক্তিবাদীতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানুষের অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও খুব সচেতনভাবে শুধুমাত্র পুরুষদের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর বিরোধীতা করেই নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। মূলত ১৭৯২ সালে মেরি উলস্টোনক্রাফট-এর রচিত *Vindication of the Rights of Women* গ্রন্থটির প্রকাশকালকেই অনেকে নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের সূচনা লগ্ন হিসাবে গ্রহণ করেন। এই তরঙ্গের কিছু উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকেরা হলেন এলিজাবেদ কেডি স্ট্যানটন (Elizabeth Cady Stanton), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), হ্যারিয়েট টেলর (Harriet Taylor), মার্গারেট ফুলর (Mar

৩. রাজশ্রী বসু (২০২১), "নারীবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব", রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা পঞ্চম মুদ্রণ, উর্বী প্রকাশন, পৃ। ১০৪-১০৫।

garet Fuller), হ্যারিয়েট মার্টিনো (Harriet Martineau) প্রমুখ। উন্নত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলিতে তরঙ্গের সূত্রপাত ঘটে, পরবর্তীকালে তা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে প্রসারিত হয়। এইসময়ের বাদীদের মূল বক্তব্য ছিল ব্যক্তি বলতে কেবলমাত্র পুরুষদের বোঝানো হয়না, নারীরাও ত্বের ধারণা (Concept of individual)-র অংশ। নারী ও পুরুষের মধ্যে যুক্তিবাদীতার ক্ষেত্রে নো পার্থক্য নেই। পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার নারীরা পেলে তারাও যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে রবেন। তাই এই তরঙ্গের নারীবাদীদের প্রধান দাবী ছিল বৈষম্যমূলক আইন ও অধিকারগুলির নঃসংস্করণ। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান দাবী ছিল নারীদের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন, নারীদের ভোটাধিকারকে সুরক্ষিত করতে পারলেই সমাজের সকল ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য খুব সহজেই চলে যাবে। এই দাবীগুলিকে আদায়ের জন্য নারীবাদীরা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তাঁরা আন্দোলনের পথও অনুসরণ করেছিলেন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৪০-র দশকে নারী আন্দোলনের সূচনা হয়। মূলত ১৮৪৮ সালের বিখ্যাত Seneca Falls Convention-কেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী আন্দোলনের জন্মক্ষণ বলে ধরা হয়। ১৮৫০-এর দশকে ইংল্যান্ডেও নারী আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডে প্রথম নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এর ঠিক পর পরই ১৯১৮ সালে ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটাধিকারকে স্বীকার করা হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে পুরুষদের সমান ভোটাধিকার তারা পায়নি, সমান অধিকার অর্জন করতে আরো এক দশক সময় লেগেছিল। ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে। যাইহোক, নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের মূল দাবী— 'নারীদের ভোটাধিকার' অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম তরঙ্গ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

সমালোচকদের মতে, নারীবাদের প্রথম তরঙ্গে সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ অনুসন্ধান ও সমাধানসূত্র হিসাবে নারীবাদীরা শুধুমাত্র নারীদের রাজনৈতিক অধিকার (মূলত ভোটাধিকার)-এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে (নারি-পুরুষ বৈষম্যে পরিবারের ভূমিকা, ধর্মের ভূমিকা, রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভৃতি) অগ্রাহ্য করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই তরঙ্গ উচ্চশ্রেণির শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, সমাজের নিম্নশ্রেণির মহিলারা এখানে প্রায় ব্রাত্যই থেকে গেছেন।

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ (Second Wave of Feminism) :

ধীরে ধীরে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা উপলব্ধি করতে পারেন যে শুধুমাত্র ভোটাধিকার অর্জনের মাধ্যমে সমাজে নারীদের অবদমিত অবস্থানের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। ফলে আবারও নারীদের কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক আলোচনা ও আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে যা নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ বলে পরিচিত। বলা যেতে পারে, ১৯৬০-র দশকে প্রকাশিত বেটি ফ্রিডান (Betty Friedan)-এর *The Feminine Mystique* (১৯৬৩) নারীবাদী চিন্তাধারার পুনরুত্থান ঘটায়। নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেনি বা সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় কোনোরকম আঘাত হানেনি। কিন্তু নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই তরঙ্গে যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল, সেগুলি হল— যৌনতা, পরিবার, কর্মক্ষেত্রে

(11). Stages of Deve

নারীবাদের বিক

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, নারীদের প্রজনন অধিকার, আইনগত বৈষম্য ইত্যাদি। এই তরঙ্গের মূল স্লোগান ছিল 'The Personal is Political'. ১৯৬০-র দশক থেকে শুরু করে এই তরঙ্গ চলেছিল ১৯৮০-র দশকের শেষ পর্যন্ত। এই তরঙ্গের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত কেট মিলেট (Kate Millet)-র *Sexual Politics* , ১৯৭০ সালে প্রকাশিত জুলিয়েট মিচেল (Juliit Mitchell)-র *'The Subjugation of Women'*, ঐ একই সালে প্রকাশিত শুলামিথ ফায়ারস্টোন (Shulamith Firestone)-র *'The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution'* ইত্যাদি। এই তরঙ্গে নারীবাদের যেসমস্ত চিন্তাধারা গড়ে ওঠে তার মধ্যে অন্যতম হল আধুনিক উদারনৈতিক নারীবাদী তত্ত্ব, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী তত্ত্ব, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ, সাংস্কৃতিক নারীবাদ।

নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ বা উত্তর নারীবাদ (Third Wave of Feminism or Post Faminism) :

১৯৯২ সালে অ্যালাইস ওয়ালকার 'নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ' বাক্যাংশটিকে প্রথম ব্যবহার করেন। ১৯৯০-র দশকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন (ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান, বিশ্বায়নের প্রসারতা ইত্যাদি) ঘটে যার প্রভাব নারীদের ওপরেও এসে পড়ে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, যার সমাধান পুরাতন কৌশলের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব ছিল না। নারীবাদের পূর্ব দুটি তরঙ্গে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার বিভাজন, তৎজনিত সমস্যা, বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গে নারীদের মধ্যেও যে বিভাজন আছে তার ওপর ভিত্তি করেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় এবং সেই বৈষম্যর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে নিপীড়নের ক্ষেত্রে বর্ণ, লিঙ্গ ও শ্রেণির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে। নারীবাদের প্রথম দুটি তরঙ্গ ছিল পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলির শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণির নারীদের দ্বারা গড়ে ওঠা আন্দোলন। কিন্তু তৃতীয় তরঙ্গে নিম্ন শ্রেণির নারীদের কথা, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের নারীদের চিন্তা-ভাবনা এবং কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। পূর্ববর্তী তরঙ্গ দুটিতে নারীদের নিপীড়িত বা Victim হিসাবে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা মনে করেন, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নারীদের নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা। সুতরাং নারীমুক্তির জন্য নারীদের এই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করাই মূল কাজ। এই তরঙ্গের কিছু উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক হলেন ক্যামিলে পালিয়া, নাওমি উলফ প্রমুখ।

নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ (Fourth Wave of Feminism) :

২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। এখানে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সরঞ্জাম এবং আন্তঃসংযোগের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেয় সেগুলি হল : মহিলাদের প্রতি ন্যায়বিচার (বিশেষত যৌন হয়রানির বিরোধিতা), মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য ও হয়রানি, শারীরিক গঠন সম্পর্কিত লজ্জা (যেমন, মোটা, রোগা, কুৎসিত, কালো, উচ্চতা, খাটো ইত্যাদি), গণমাধ্যমে যৌন চিত্র, অনলাইনে হয়রানি, ক্যাম্পাসে যৌন নির্যাতন, মহিলাদে

f Development of Feminism.

পথে যেসমস্ত হয়রানীর সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি এবং ধর্ষণ। নারীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য এই তরঙ্গে নারীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা ও ঐক্যবদ্ধতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এবং এই উদ্দেশ্যে যতটা সম্ভব মুদ্রণ, সংবাদ ও সোশাল মিডিয়াকে ব্যবহারের কথা বলা হয়। এই তরঙ্গের কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : ২০১৪ সালে প্রকাশিত রেবেকা সলনিট (Rebecca Solnit)-র *Men Explain Things to Me*, ২০১৬ সালে প্রকাশিত জেসিকা ভ্যালেন্টি (Jessica Valenti)-র *Sex Object : A Memoir* এবং ঐ একই সালে প্রকাশিত লৌরা বেটস (Laura Bates)-র *Everyday Sexism*.

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, মেরি উলস্টোনক্রাফটের *A Vindication of the Rights of Women* গ্রন্থটির প্রকাশকালকে নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের প্রারম্ভ বলে চিহ্নিত করা হয়। উলস্টোনক্রাফট নারী-পুরুষের মধ্যেকার জৈবিক পার্থক্যের জন্য সমাজে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, তার বিরোধীতা করেন। নারীরা বেশি আবেগপ্রবণ বা যুক্তিবাদীতার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় তারা দুর্বল — এই ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, এই ধারণাগুলি নারীদের অবদমিত করে রাখার উদ্দেশ্যে সমাজ কর্তৃক সচেতন সৃষ্টি। তিনি, নারীদের জন্য পুরুষদের ন্যায় একই ধরনের শিক্ষাব্যাবস্থার দাবী করেছেন। তাছাড়াও তিনি জোড়ালোভাবে নারীদের জন্য ভোটাধিকার দাবী করেন। তাঁর মতে, মা যদি শিক্ষিত না হয় তাহলে শিশু সঠিক জ্ঞানলাভ করতে পারেনা। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা শিশুরা মায়েদের কাছ থেকেই পায়। ঠিক তেমনি, নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত না হলে সঠিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। কারণ যদি কোনো শাসনব্যবস্থার অর্ধেক নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সেখানকার গণতন্ত্র সার্থক হয়না। তিনি অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই বলা যেতে পারে, তাঁর হাত ধরেই নারীবাদে উদারনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে ওঠে।

১.২.১ উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism)

উদারনৈতিক নারীবাদের সূচনা হয় মেরি উলস্টোনক্রাফটের দ্বারা। পরবর্তীকালে এলিজাবেদ কেডি স্ট্যানটন (Elizabeth Cady Stanton), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), হ্যারিয়েট টেলর (Harriet Taylor), মার্গারেট ফুলর (Margaret Fuller), হ্যারিয়েট মার্টিন (Harriet Martineau) প্রমুখের দ্বারা উদারনৈতিক নারীবাদ সমৃদ্ধ হয়। ধ্রুপদী উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার মূল ভিত্তিই ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র কোনো ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে মানুষের সম্মতির ওপর। রাষ্ট্রের মূল কাজই হল মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা। রাষ্ট্র যদি এই সুরক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করেনা। কারণ এই অধিকারগুলি মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়ে থাকে। ধ্রুপদী

উদারনীতিবাদের এই ধারণার দ্বারা উদারনীতিক নারীবাদীরা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ফ্রেঞ্চ উদারনীতিবাদের প্রথম প্রবক্তা লাকঁ (Jacques Lacan) ব্যক্তি বলতে মূলত পুরুষদেরই বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু উদারনৈতিক নারীবাদীরা দাবী করেন, মানুষ বা ব্যক্তি বলতে শুধুমাত্র পুরুষদের বোঝানো হয়না, নারীরাও সেখানে অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁরা নারীদের জন্য পুরুষদের সমান স্বাধীনতা ও অধিকারগুলি দাবী করেন। তাঁদের মূল দাবী গুলি ছিল— নারীর ভোটাধিকার, আইনি অধিকার, শিক্ষার অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি।

মেরি উলস্টোনক্রাফট যৌন পার্থক্যের ভিত্তিতে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, নারীদের পুরুষদের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হলে তাদেরও যুক্তিবাদীতা গড়ে উঠবে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা উচিত। সেইকারণে তিনি নারীদের ভোটাধিকারের জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি দাবী করেন, নারীদেরও পুরুষদের সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত।

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর *On the Subjection of Women* (১৯৬৯) গ্রন্থে নারীদের আইনি ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবী জানান। মিল এবং টেলরের মতে, 'জন্মের দুর্ঘটনা' (Accidents of Birth)-র পরিবর্তে 'যুক্তি' (Reason)-কে সমাজব্যবস্থার মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত[৪]। সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি পুরুষদের সমান আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার, বিশেষত ভোটাধিকারের দাবী জনান।

এলিজাবেদ কেডি স্ট্যানটনের মতে, নারীর ভোটাধিকার হল নারীর স্বাভাবিক অধিকার। তিনি ভোটাধিকারহীন নারীর অবস্থানকে 'Taxation without Representation'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন[৫]।

তাত্ত্বিক দিক থেকে শুধুমাত্র অধিকারের দাবী করা নয়, বাস্তবে সেগুলিকে অর্জন করার জন্য এইসময় নারীবাদী আন্দোলনও গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মূল দাবীই ছিল নারীদের ভোটাধিকার। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন, নারীদের ভোটাধিকারকে সুরক্ষিত করতে পারলেই সমাজের সকল ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য খুব সহজেই চলে যাবে।

রাজনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর রাষ্ট্রগুলিতেই, যেখানে পুরুষরা রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে ভোগ করছিল সেখানেই এই আন্দোলন সবচেয়ে বেশি জোড়ালো হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৪০-র দশকে নারী আন্দোলনের সূচনা হয়। মূলত ১৮৪৮ সালের বিখ্যাত Seneca Falls Convention-কেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী আন্দোলনে জন্মক্ষণ বলে ধরা হয়। এই সম্মেলনের শেষে এলিজাবেদ কেডি স্ট্যানটনের 'অনুভূ

৪। Andrew Heywood (2012), *Political Ideologies: An Introduction*, 5th Edition, Palgra Macmillan, PP.227

৫। Ibid

অন্তর্ভুক্ত ঘোষণাপত্র' (Declaration of Sentiments) প্রকাশিত হয়। সেখানে মার্কি
সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নারীর ভোটাধিকা
সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি দাবী করা হয়। স্ট্যান্টন(Stanton) ও সুসা
বি অ্যান্টনি (Susan B. Anthony)-এর নেতৃত্বে ১৮৬৯ সালে The Nation
Suffrage Association প্রতিষ্ঠিত হয়। যা পরবর্তীকালে ১৮৯০ এ American
Women's Suffrage Association-এর সঙ্গে যুক্ত হয়"।

এইসময় অন্যান্য পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলিতেও একই ধরনের নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে
১৮৫০-র দশকে ইংল্যান্ডেও নারী আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল Secon
Reform Act-এর সংশোধনের মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকারকে সুনিশ্চিত করার প্রস্তা
করেন। কিন্তু লর্ড সভা এই প্রস্তাবকে বাতিল করে দেয়। মূলত ১৯০৩ সালে এমিলি
প্যাঙ্কহার্স্ট (Emmeline Pankhurst), ক্রিস্টাবেল (Christabel)-এর নেতৃত্বে Women
Social and Political Union প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ইংল্যান্ডে নারী আন্দোল
হিংসাত্মক রূপ ধারন করে।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডে প্রথম নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃ
হয়। এর ঠিক পর পরই ১৯১৮ সালে ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটাধিকারকে স্বীকার ক
হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে পুরুষদের সমান ভোটাধিকার তারা পায়নি, সমান অধিকা
অর্জন করতে আরো এক দশক সময় লেগেছিল। ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী
ভোটাধিকার অর্জন করে। প্রথম তরঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী — 'নারীদের ভোটাধিকা
পূরণ হয়ে যাওয়ার ফলে নারী আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়। মনে করা হ
নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতির ফলে সমাজে নারীর প্রতি সমস্ত ধরনের বৈষম্যমূল
আচরণেরও অবসান ঘটবে।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে এবং নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা বুঝতে পারে
শুধুমাত্র ভোটাধিকার অর্জনের মাধ্যমে সমাজে নারীদের অবদমিত অবস্থানের পরিবর্ত
সম্ভব না। ফলে নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ দেখা দেয়। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গে
উদারনীতিবাদের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে
১৯৬০-র দশকে প্রকাশিত বেটি ফ্রিডান (Betty Friedan)-এর *The Feminin
Mystique* নারীবাদী চিন্তাধারার পুনরুত্থান ঘটায়। প্রথম পর্বের উদারনৈতিক নারীবাদী
সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেননি বা নারীর অবদমিত অবস্থানের জন্য সমাজের পিতৃতান্ত্রি
কাঠামোকেও চ্যালেঞ্জ জানায়নি। তাঁরা বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর মধ্যেই নারীদের জ

৬। Andrew Heywood (2012), *Political Ideologies: An Introduction*, 5th Edition, Palgrav
Macmillan, PP.237

কিছু অধিকারের দাবী করেছিলেন মাত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ের উদারনৈতিক নারীবাদীরা সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাই তাঁরা সমাজে নারীদের অবস্থানের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমেরিকায়, বিশেষত, নয়া উপনিবেশবাদের যে প্রতীকরূপে লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রকাশিত করে তা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই এর সাথে সম্পর্ক রেখেই তাঁরা তাঁদের দাবীগুলিকে তুলে ধরেছিলেন। এই পর্যায়ের মূল দাবীগুলি ছিল — নারীর জন্য শিক্ষা, কল্যাণকর ব্যবস্থা, অহিংসক নিরাপদ গর্ভপাতের ব্যবস্থা, মানবাধিকার, সম আইন ইত্যাদি। এই পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তারা হলেন — বেটি ফ্রিডান (Betty Friedan), র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস (Radcliffe Richards), সুসান মোলার ওকিন (Susan Moller Okin) প্রমুখ।

ফ্রিডান তাঁর *The Feminine Mystique*-এ বলেন, অনেক মহিলাই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে এবং মা ও স্ত্রীর ভূমিকা পালন করার মধ্যে সুখ খুঁজে পান না। মহিলারা সংসার, বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই নিজেদেরকে সুরক্ষিত বোধ করেন — এই ধারণা সাংস্কৃতিক অতিকথা (Cultural Myth) ছাড়া অন্যকিছু নয়[১]। এই অতিকথা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজ সুপরিকল্পিতভাবে নারীদের কর্মসংস্থান, রাজনীতি ও জনজীবন থেকে দূরে রাখে। ১৯৬৬ সালে ফ্রিডান National Organisation of Women প্রতিষ্ঠা করেন যেটি পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যতম মহিলা সংগঠন ও ক্ষমতাশালী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

১.২.২ উদারনৈতিক নারীবাদের বৈশিষ্ট্য (Features of Libaral Feminism)

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উদারনৈতিক নারীবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমত, উদারনৈতিক নারীবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ব্যক্তি বলতে নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। শারীরিক গঠনগত পার্থক্যের জন্য নারী পুরুষের মধ্যেকার লিঙ্গগত বৈষম্যকে তারা স্বীকার করে না। তাঁরা ধর্ম, বর্ণ, জাত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার দাবী করেন।

দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক নারীবাদীরা সংস্কারবাদে বিশ্বাসী। সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পরিবর্তে তাঁরা নারীদের জন্য জনজীবন তথা বহির্জগতের প্রবেশাধিকার দাবী করেন এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সমান প্রতিযোগীতাকে স্বাগত জানায়।

তৃতীয়ত, প্রকৃতপক্ষে উদারনৈতিক নারীবাদীরা ব্যক্তিগত পরিসর ও গণপরিসরের বিভাজনের সংস্কার প্রয়োজনীয় মনে করলেও তার অবলুপ্তি চায় না। গণপরিসরে সমান অধিকার (শিক্ষার অধিকার, ভোটাধিকার, কর্মের অধিকার প্রভৃতি) দাবী করলেও ব্যক্তিগত

১। Andrew Heywod (2012), *Political Ideologies: An Introduction*, 5th Edition, Palgrave Macmillan, PP.238

পরিসরের (যেমন, লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন বা পরিবারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থা) বিষয়গুলিতে তাঁরা সেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেননি।

চতুর্থত, প্রথম পর্বের উদারনৈতিক নারীবাদীরা নারী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁরা মনে করতেন মহিলারা পরিবারের মধ্যে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষিত বোধ করে। যদিও দ্বিতীয় পর্বের উদারনৈতিক নারীবাদীরা এই ধারণার তীব্র বিরোধীতা করেন।

পঞ্চমত, দ্বিতীয় পর্যায়ের উদারনৈতিক নারীবাদীরা শুধু সমানাধিকার দাবী করেন, নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণকর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের কথাও বলেছেন।

১.২.৩ উদারনৈতিক নারীবাদের সমালোচনা (Criticism of Libaral Feminism)

উদারনৈতিক নারীবাদী তত্ত্বকেও বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়—

প্রথমত, লিজা সোয়ার্জম্যান (Lisa Schwartzman)-এর মতে, উদারনৈতিক নারীবাদ ব্যক্তির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ব্যক্তির ওপর সামাজিক প্রেক্ষাপট, ক্ষমতার বিন্যাসের যে প্রভাব পড়ে, সেই নিয়ে এই মতাবাদ আলোচনা করে না। তাঁর মতে, শুধুমাত্র ব্যক্তি হিসাবে নয় বরং নারী গোষ্ঠী হিসাবে কিভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে শোষিত হয় সেটিকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক নারীবাদীরা যুক্তিবাদীতার ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু ক্যারল গিলিগান (Carol Gilligan) তাঁর *In a Different Voice : Psychological Theory and Women's Development* গ্রন্থে এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, যুক্তিবাদীতা ও আবেগ প্রবণতা— এই দুটিই প্রয়োজনীয় এবং এই দুটিরই সমান গুরুত্ব আছে। যুক্তিবাদীতা আবেগের তুলনায় কোনো উচ্চস্তরের মূল্যবোধ নয়। যুক্তিবাদীতার ক্ষেত্রে উদারনৈতিক নারীবাদীদের বক্তব্য হল— নারী পুরুষদের তুলনায় কম যুক্তিবাদী নয়। গিলিগানের মতে, এই বক্তব্য পেশ করার মাধ্যমে উদারনৈতিক নারীবাদীরা প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদীতাকে, আবেগের তুলনায় উচ্চস্থান দিয়ে দিয়েছেন, যা কখোনোই কাম্য নয়।

তৃতীয়ত, উদারনৈতিক নারীবাদের মূল দাবী ছিল—পুরুষদের ন্যায় সমান অধিকার। অনেকের মতে, এগুলি সমাজের উচ্চ শ্রেণির শিক্ষিত নারীদের কাছেই বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল কারণ তারাই ভোটাধিকার, কর্মের অধিকার প্রভৃতির সুফলগুলি অর্জন করতে সক্ষম। এর দ্বারা সমাজের নিম্নশ্রেণির নারীদের অবস্থানের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

১.৩ মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist Feminism)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচোনায় মার্কসবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী তত্ত্ব। তাই নারীবাদও

মার্কসবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কার্ল মার্কস (Karl Marx) ও এঙ্গেলস (Friedrick Engels) তাঁদের আলোচনায় সরাসরি নারীদের কথা না বললেও সমাজ এবং রাষ্ট্রের ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে নারীদের অবস্থান সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ দিকের আলোচনায় অবতারণা করে এসেছে। মূলত এঙ্গেলসের রচিত *The Origin of the Family, Private Property and the State* (1886) গ্রন্থটির দ্বারা মার্কসীয় নারীবাদীরা বিশেষভাবে প্রভাবিত। নারীদের পুরুষদের ন্যায় সমান অধিকার স্বীকৃত হলেই সমাজে সমস্ত ধরনের লিঙ্গবৈষম্যের অবসান ঘটবে — মার্কসীয় নারীবাদীরা এই ধারণায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা মনে করেন, লিঙ্গবৈষম্য ও তৎজনিত অবদমন, বঞ্চনা, শোষণের মূল কারণ হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো। মার্কসবাদ অনুসারে নারীর অবদমনের মুখ্য কারণ নিহিত রয়েছে শ্রেণিতে, যৌনতা সেখানে গৌণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবকেই এঙ্গেলস 'নারীর বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়ে'র স্মরণ (the world historic defeat of the female sex) বলে চিহ্নিত করেছেন[৮]। এঙ্গেলসের মতে, সমাজে নারীর অবস্থান তিনটি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় — (১) উৎপাদনের পদ্ধতি, (২) ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং (৩) শ্রেণি সমাজ। একগামী বিবাহের ফলে সমাজে প্রথম শ্রেণি বৈরতা (Class antagonism) উদ্ভব হয় এবং এই শ্রেণি বৈরতার একটি শ্রেণি হল নারী এবং অপরটি হল পুরুষ। শ্রেণি বৈরতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ শ্রেণির দ্বারা নারী শ্রেণির শোষণও শুরু হয়।

আদিম সমাজে, মানুষের জীবনযাপনের মূল উপায় ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার। এই সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বা বিবাহের কোনো ধারণা ছিল না। নারীর যৌনতার ওপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণও ছিল না। সন্তান পরিচিতি লাভ করত তার মায়ের পরিচয়ের সূত্রে যাকে এঙ্গেলস 'মাতৃ অধিকার' (Mother right) বলেছেন[৯]। সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে পশুপালন ও কৃষিকাজ শুরু হয়। নারীর জৈবিক গঠনের কারণে সন্তান ধারণ ও তার রক্ষাবেক্ষনের জন্য নারীর স্থান গৃহে নির্ধারিত হয়। তবু এই পর্যায়ে নারী ও পুরুষের অধিকার প্রায় সমান ছিল। কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে যখন ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ঘটে তখন থেকে পুরুষদের আধিপত্য বিস্তৃত হতে শুরু করে। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ধনসম্পদের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্থির করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিজেদের উত্তরাধিকারকে নিশ্চিত করার জ[ন্য] পুরুষেরা নারীদের গৃহবন্দি করে এবং একগামী বিবাহের প্রচলন ঘটায়। নারীরা তাদে[র] যৌন স্বাধীনতা হারায় এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়। গৃহে বন্দী হওয়[ার] কারণে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে এবং পুরুষরা নারী[র] ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। শুরু হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ।

৮। Mary Murray(1995), *The Law of the Father?:Patriarchy in the transition fro[m] feudalism to capitalism* ,Routledge Publication.PP. 8.

৯। রাজশ্রী বসু (২০২১), "নারীবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব", রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রসঙ্গ [মানবীবিদ্যা], পঞ্চম মুদ্রণ, উর্বী প্রকাশন, পৃ। ১১১।

মার্কসীয় নারীবাদীদের মতে, নারীর ওপর পুরুষদের আধিপত্যের সঙ্গে ধনতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। ধনতান্ত্রিক সমাজও এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায় কারণ—

(১) এর দ্বারা পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিনিয়ত সুস্থ সবল শ্রমের যোগান পায়।

(২) আবার কখনো যদি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন এই পুঁজিবাদী সমাজ সস্তায় নারীদের অতিরিক্ত শ্রম হিসাবে ব্যবহার করে নেয়। তাই মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলুপ্তি ঘটলে এবং নারীরা শ্রমশক্তির প্রকৃত অংশ হয়ে উঠতে পারলে তবেই পিতৃতান্ত্রিকতার অবসান ঘটা সম্ভব।

মার্কসীয় নারীবাদীদের মতে পুঁজিবাদী সমাজে দুধরনের শ্রম দেখতে পাওয়া যায়—

(১) উৎপাদনক্ষম শ্রম (Productive Labour) : পুঁজিবাদী সমাজে এই ধরনের শ্রমের অর্থনৈতিক মূল্য আছে এবং এই ধরনের শ্রম দেওয়ার জন্য শ্রমিকরা বেতন আকারে শ্রমের মূল্য পায়।

(২) পুনরুৎপাদনক্ষম শ্রম (Reproductive Labour) : পারিবারিক ক্ষেত্রে এই ধরণের শ্রম দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যহ এই কাজগুলি করতে হয় এবং এই কাজের পরিবর্তে কোনো বেতন দেওয়া হয় না। যেমন, রান্না করা, ঘর- পরিস্কার করা ইত্যাদি।

উৎপাদক শ্রম থেকে নারীদেরকে সরিয়ে রাখার মাধ্যমেই পুরুষরা নারীদের ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাই অনেক মার্কসীয় নারীবাদীরাই দাবী করেছেন গৃহকর্মকেও বেতনভুক্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তাহলেই একমাত্র সমাজে নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব। এই দাবীকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে ইতালিতে International Wages for Housework Campaign শুরু হয়। পরবর্তীকালে নিউ ইয়র্কে একটি A Wages for Housework Group গঠিত হয়। যদিও এই আন্দোলন তার লক্ষ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তবুও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহকর্মের মূল্য এবং অর্থনীতির সঙ্গে এর যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সেই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে।

সমসাময়িক মার্কসীয় নারীবাদীরা আবার পুঁজিবাদী শ্রেণিব্যবস্থার মধ্যে লিঙ্গ সম্পর্কের আরেকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন। তাঁদের মতে, বুর্জোয়া শ্রেণির পুরুষেরা কেবলমাত্র উৎপাদনের উপকরণের ওপরই তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে তা নয়, তারা সমশ্রেণিভুক্ত নারীদের ওপরও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। নারীরা পুরুষদের সামাজিক, মানসিক, শারীরিক পরিসেবা প্রদান করে, পরিবর্তে নারীরা বৈভবপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ পায়।[১০]

১০। রাজশ্রী বসু (২০২১), "নারীবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব", রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, উর্বী প্রকাশন, পৃ। ৫৪।

১.৩.১ মার্কসীয় নারীবাদের সমালোচনা (Criticism of Marxist Feminism)

মার্কসীয় নারীবাদও বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে—

প্রথমত, এই মতবাদ অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তবাদী সমাজ পরিবর্তিত হলে সেখানেই নারীদের ওপর সমস্ত রকমের শোষণের অবসান ঘটবে। লিঙ্গভিত্তিক শোষণকে এই মতবাদ গুরুত্ব দেয় না। জুলিয়েট মিচেল (Juliet Mitchell) বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবসান এবং উৎপাদক শ্রমে নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হলেই সমাজে এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যেকার সমস্ত রকম বৈষম্যের অবসান ঘটবে— এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া ছাড়াও নারীরা পারিবারিক কাঠামো, যৌনতা ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারাও লঙ্ঘিত ও অবদমিত হয়।

দ্বিতীয়ত, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতানুসারে, লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ হল সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো। পিতৃতন্ত্র কেবলমাত্র পুঁজিবাদী সমাজেই দেখা যায়— একথা সঠিক নয়। পুঁজিবাদের আগেও সমাজে পিতৃতন্ত্রের অস্তিত্ব যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ছিল। সুতরাং, পুঁজিবাদী সমাজ নারীর প্রতি বঞ্চনা, অবদমন প্রভৃতির একমাত্র কারণ নয়।

তৃতীয়ত, হেইডি হার্টম্যান (Heidi Hartmann)-এর মতে, মার্কসীয় নারীবাদ শ্রেণিবৈষম্যকেই মুখ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, নারীর সমস্যা, সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলিকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি।

চতুর্থত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর একমাত্র উৎস নয়। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলুপ্তি ঘটলেই যে পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটবে এমন ভাবনা অযৌক্তিক।

১.৪ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism)

সমাজতান্ত্রিক নারিবাদী ধারার প্রসার ঘটে ১৯৬০ এর দশকে। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদেও দার্শনিক ভিত্তি নিহিত রয়েছে মার্কসবাদের মধ্যেই। কিন্তু মার্কসীয় নারীবাদ ও সমাজতান্ত্রি নারীবাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। বলা যেতে পারে, মার্কসীয় নারীবাদে যে দিকগু উপেক্ষিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ সেগুলিকে নিয়ে আলোচনা করেছে। মার্ক নারীবাদের মতন সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ বিশ্বাস করে যে, পরিবার কোনো স্বাভাবিক প্রি নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলেই খুব সচেত পরিবার তৈরি করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীদের যৌনতার ওপর নি সম্পত্তি স্থানান্তকরণের জন্য উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস করে না যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটলেই নারীর প্রতি সমস্ত রকম বৈ আচরণেরও নিস্পত্তি ঘটবে।

প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের মতে, পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা — দুটি পৃথ
ধারণা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পিতৃতন্ত্রের প্রভাব হয়তো সবচেয়ে বেশি, কিন্তু, পুঁজিবাদী ব্যব
আগেও পিতৃতন্ত্র ছিল । পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের ফলে এরও অবসান ঘটবে
একথা অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এ
তারা সকল ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে — মার্ক্স
নারীবাদের এই ধারণাকেও তারা অস্বীকার করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে কমিউনি
বিপ্লবের পর নারীদের উৎপাদনশীল শ্রমে অন্তর্ভুক্তির পর বেশ কিছু সত্য উঠে আসে

(১) নারীদের সাধারণত নিম্নস্তরের কাজগুলিই দেওয়া হতে থাকে।

(২) লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রমবিভাজন দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কিছু কাজ পুরুষদের ক
আর কিছু কাজ নারীদের কাজ হিসাবে গণ্য হতে থাকে।

(৩) নারীদের একই কাজের জন্য পুরুষদের তুলনায় কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

(৪) নারীদের কাজের ক্ষেত্রে 'সংরক্ষিত কর্মী' হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র য
প্রয়োজন অনুভব করবে তখন নারীদের শ্রমকে ব্যবহার করবে, আর যখন প্রয়োজন অনু
করবেনা তখন তাদের পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পুনরোৎপাদনকারী শ্রমিকের ভূমি
পালন করাবে।

তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মতে শ্রমের মূল্য কেবলমাত্র টাকা দিয়ে নির্ধা
করা উচিত না। শ্রমের একটি সামাজিক মূল্যও আছে, যার প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজনী
নারীরা পারিবারিক ক্ষেত্রে যে গার্হস্থ কর্মগুলি করে তার সামাজিক মূল্য আছে, কারণ এ
কার্যের ফলে অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজে উৎপাদনকারী শ্রম তৈরি হয়।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী জিলা আইজেনস্টাইনের (Zillah Eisenstein)-র মতে
নারী শোষণের কেন্দ্রীয় উপাদান হল দুটি— পিতৃতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ। এবং এই দুটি
ওপরই নারীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা দুটি ভিন্ন তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন—

(১) দ্বৈত ব্যবস্থা তত্ত্ব (Dual System Theory) : এই তত্ত্ব অনুযায়ী পিতৃতন্ত্র
পুঁজিবাদ সামাজিক সম্পর্কের দুটি ভিন্ন রূপ এবং এদের স্বার্থও পৃথক। কিন্তু যখন এই দু
একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন নারীদের ওপর অত্যাচার ও অবদমনের মাত্রা সবচে
বেশি হয়। বেশিরভাগ দ্বৈত ব্যবস্থা তাত্ত্বিকদের মতানুসারে, পুঁজিবাদ হল বস্তুগত কাঠামে
এবং পিতৃতন্ত্র হল আদর্শগত ও মনোস্তাত্ত্বিক কাঠামো। আবার অনেক দ্বৈত ব্যবস্থা তাত্ত্বিকদে
মতে, পিতৃতন্ত্রেরও একটি বস্তুগত ভিত্তি

[illegible] ... পুঁজিবাদের অবসান ঘটলেই ঘটবে না, পিতৃতন্ত্রেরও অবসান প্রয়োজন।

অন্যদিকে, হেইডি হার্টম্যান পিতৃতন্ত্রের সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এই সম্পর্কের ভিত্তি হল নারীদের শ্রমের ওপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ। তিনি তাঁর *The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism— Towards a more Progressive Union* শীর্ষক লেখনীতে বলেছেন, পিতৃতন্ত্র একদিকে, গণপরিসরে কম মজুরিযুক্ত কার্যে ও নিম্নস্তরের কর্মে নারীদের নিযুক্তির মাধ্যমে তাদের শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত পরিসরে নারীদের শ্রমের কোনো মজুরিই দেয়না। পুঁজিবাদী সমাজে প্রোলেতারিয়েতদের যে অবস্থান, পিতৃতন্ত্রে নারীদের অবস্থান তার চেয়েও খারাপ। পিতৃতন্ত্রে পুরুষ একটি শ্রেণি হিসাবে নারী শ্রেণিকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তিনি পুঁজিবাদের সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের একটি যোগসূত্র দেখেছেন।[১১] তিনি আরো বলেছেন, নারীদের শ্রমের ওপর পুরুষদের এই নিয়ন্ত্রণ সময় ও সমাজ নির্বিশেষে সর্বত্র বিরাজমান। পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র দুটি ভিন্ন ধারণা, তাই এদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন।

(২) সমন্বিত ব্যবস্থা তত্ত্ব (Unified System Theory) : অপরদিকে এই তত্ত্ব পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে সমন্বিত রূপে ব্যাখ্যা করেছে। এই তত্ত্বানুসারী, গণপরিসরে শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ভূমিকা আছে। আইরিস ইয়ং (Irish Young)-এর মতে, পুঁজিবাদ তার শ্রমিকদের মধ্যে লিঙ্গ, বর্ণ ও জাত সম্পর্কিত বিভেদ সম্পর্কে খুবই সচেতন। পুঁজিবাদ খুব ভালোভাবেই জানে যে, মজুরিকে কম রাখতে হলে শ্রমের যোগানের সম্ভাবনাকে বেশি রাখতে হবে। তাই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পুঁজিবাদ নারীদের সংরক্ষিত শ্রমিক হিসাবে রেখে দেয়। শ্রমের মূল্য দিতে হলে তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করায়। পুঁজিবাদের নিজস্ব একটি পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যার মাধ্যমে সে ঠিক করে পুরুষ তার মুখ্য শ্রমিক হবে এবং নারীরা গৌণ শ্রমিক।

নারীদের যৌনতা, সন্তানধারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়, সেই বিষয়টিকেও অনেকে মার্কসের বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্বের ভিত্তি পুঁজিবাদের আলোকে ব্যাখা করেছেন। পুঁজিবাদে কাজ একটি অমানবিক কর্মকাণ্ডে প

১১। রাজশ্রী বসু (২০২১), "নারীবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব", রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রসঙ্গ মান পঞ্চম মুদ্রণ, উর্বী প্রকাশন, পৃ। ৫৬।

হয় (Under capitalism work becomes a dehumanizing activity)। অ্যালিসন জ্যাগার (Alison Jaggar) তাঁর *Feminist Politics and Human Nature* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের যেমন তাদের উৎপাদিত বস্তুর সাথে কোনো সম্পর্ক থাকেনা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, ঠিক একইভাবে মহিলারা যে কর্মটির ওপর শ্রম দেয় অর্থাৎ তার নিজের শরীর, তার সাথে একটা বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে। শ্রমিকের যেমন তার শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত বস্তুর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা, নারীদেরও নিজের শরীরের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। শ্রমিকরা যেমন তার উৎপাদিত বস্তু সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা, মহিলাদেরও তাদের প্রজননের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা অর্থাৎ সন্তান কখোন হবে, কয়টি হবে — এইসব সিদ্ধান্ত তার পরিবর্তে পরিবারের অন্য কোনো সদস্য নেয়। জ্যাগার আরো বলেছেন, শ্রমিকের যেমন উৎপাদিত বস্তু কোন পদ্ধতিতে অর্থাৎ কোন প্রযুক্তিতে বা কোন যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপন্ন হবে— সে বিষয় কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, নারীদেরও তাদের সন্তানের জন্ম কিভাবে হবে তা চিকিৎসকরা ঠিক করে। আবার সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রেও মায়েরা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনেই কাজ করে থাকে। জ্যাগারের মতে, সমাজে নারীদের অবস্থান ও নিজের শরীর, যৌনতা ও প্রজননের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতার বিষয়টিকে মার্কসের বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সমাজে নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের উপায় হিসাবে হার্টম্যান বলেছেন, এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম সম্ভব। জুলিয়েট মিচেলের মতে, উৎপাদন, প্রজনন, সামাজিকীকরণ ও যৌনতা— এই চারটি ক্ষেত্র থেকেই পুরুষদের আধিপত্য দূর করতে হবে, নাহলে প্রকৃত নারীমুক্তি কখনোই সম্ভব হবেনা।

১.৫ র‍্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক নারীবাদ (Radical Feminism)

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল র‍্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক নারীবাদের আবির্ভাব। উদারনৈতিক, মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই নারীবাদের উদ্ভব ঘটে। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-র দশকে প্রথমবার যৌনতা ও লিঙ্গবৈষম্যের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। উদারনৈতিক, মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা এ বিষয় আলোকপাত করে থাকলেও তাঁরা লিঙ্গকে সামাজিক বিভাজনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেনি। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, লিঙ্গই হল সামাজিক বিভাজনের আদিম ও মৌলিক উপাদান। তাছাড়াও র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরাই প্রথম দেখান যে পিতৃতন্ত্রের প্রভাব কেবলমাত্র রাজনীতি, জনজীবন ও অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের সকল স্তরে, বিশেষত ব্যক্তিগত ও যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সর্বাধিক এবং দৃঢ়।

...কালীন নারীবাদের প্রসার ১৯৬০-১৯৭০ এর দশকে ঘটলেও এর উৎস পরিলক্ষিত ...১৯৪৯ সালে প্রকাশিত সিমোন দ্য বোভোয়ার (Simon de Beauvoir)-এর *The Second Sex*-এ"। পরবর্তীকালে সিমোন দ্য বোভোয়ার চিন্তা ভাবনাকে গ্রহণ করে ...প্রবক্তা হলেন ইভা ফিগস (Eva Figes), জারমেইন গিয়ার (Germaine Greer), ...মিলেট (Kate Millet) প্রমুখ।

সিমোন দ্য বোভোয়া তাঁর *The Second Sex*-এ উল্লেখ করেছেন, নারীর শারীরিক ...তার যৌনতা, প্রজনন ক্ষমতা নারীকে সমাজে একটি পৃথক অবস্থান প্রদান করে, ...তিনি অপর বা 'Other' বলে উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই নারীর স্বাধীনতাকে ...করে দেয় এবং সমাজে তাকে দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসাবে দেখা হয়। তিনি সেই ...গুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন যা নারীকে এই অপর বা দ্বিতীয় লিঙ্গে পরিণত ...এবং তিনি সেই প্রক্রিয়াগুলির অবসান চেয়েছিলেন"। তাঁর মতে, 'কেউ নারী হয়ে ...না, নারী হয়ে ওঠে' ("One is not born a woman– but becomes a woman.")।

ইভা ফিগস তাঁর *Patriarchal Attitudes* গ্রন্থে বলেছেন, নারী যে অবদমন, ...ও বঞ্চনার শিকার হয় তার কারণ আইনি বৈষম্য নয়। তার মূলে রয়েছে ...পিতৃতান্ত্রিকতা। সমাজের সকল ক্ষেত্রে, ধর্মে, দর্শনে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায় পিতৃতান্ত্রিক ...পরিলক্ষিত হয় যা সমাজে নারীদের মর্যাদাহীন অবস্থানের জন্য দায়ী। জীবনে চলার ...প্রতি পদক্ষেপে, নারীদের পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্টরূপে দেখানো হয়। মূলত নারীদের ...র আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশেই পুরুষেরা 'নারীত্বে'র ধারণা গড়ে তুলেছে, যেখানে ...পর্যায়েই নারীদেরকে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল বলে চিহ্নিত করা হয়।

The Female Eunuch-এ জারমেইন গিয়ার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, নারী-পুরুষের ...র্কে, নারীকে কেবলমাত্র পুরুষদের আকাঙ্খা চরিতার্থ করার যৌন বস্তু হিসাবে গণ্য ...হয়। নারীর নিজস্ব যৌন বাসনাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়না। নারী হয়ে ওঠে ...ও পুরুষদের যৌন আকর্ষণের বস্তুমাত্র।

...ট মিলেট তাঁর *Sexual Politics*—এ সমাজে নারীদের এই অবদমিত অবস্থানের ...তৃতান্ত্রিকতাকে দায়ি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বপ্রথম ...ন্ত্রিকতা'কে তাত্ত্বিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। মিলেটের মতে, পিতৃতান্ত্রিকতা

...w Heywood (2012), *Political Ideologies: An Introduction*, 5th Edition, Palgrave ...nillan, PP.242

...বসু (২০২১), "নারীবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব", রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, ...মুদ্রণ, উর্বী প্রকাশন, পৃ। ৫৯।

হল একটি সামাজিক নির্মাণ বা সমাজ বিবর্তনের সকল পর্যায়েই বিরাজমান। মিশেল
আরো বলেছেন, পিতৃতান্ত্রিকতা দুটি ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে — এক, পুরুষ
মহিলাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে, দুই, বয়সে বড় পুরুষ যুবকদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। মি
আরো বলেছেন, যেহেতু সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্ক ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে গ
উঠেছে, তাই সেগুলি অবশ্যই রাজনৈতিক। কারণ ক্ষমতা থাকলেই রাজনীতি থাকবে
এই যৌন আধিপত্য এতটাই সর্বজনীন, সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ যে এটিকে স্বাভাবিক ব
ধরে নেওয়া হয়। তাঁর মতে, পিতৃতন্ত্র একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। সা
সামাজিকিকরণ শিশুকাল থেকে আমাদের পরিবারেই শুরু হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে
আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম এটিকে আরো দৃঢ় করে তোলে। এতটাই দৃঢ় করে তোলে
যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এটিকে মেনে নেয় প্রশ্নাতীতভাবে। এরফলে, মি
মহিলা স্ব-বিদ্বেষ এবং হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করে।

শুলামিথ ফায়ারস্টোন (Shulamith Firestone) তাঁর *The Dialectic of Se*
গ্রন্থে নারীর প্রজনন ক্ষমতাকেই নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের মূল কারণ ব
উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা নারী যদি সন্তান উৎপাদ
ও তার লালন পালনের হাত থেকে মুক্তি পায় তবেই সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হ
পারে।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের আবার একাংশ মনে করেন, পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যকে প্রতিরো
করার ক্ষেত্রে সমকামিতা একটি উপায় হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। এই ধারণার সমর্থকদে
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন টেইলার, রাপ ও অ্যাড্রিয়েন রিচ।

১.৫.১. র‍্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক নারীবাদের বৈশিষ্ট্য(Features of Radica Feminism)

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক নারীবাদের কিছু বৈশিষ্ট
উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমত, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, সমাজের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট
হল লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়ন ও যৌন নিপীড়ন। সমাজের অন্যান্য ধরনের বিভাজন ও তৎজনি
অন্যায়, যথা— শ্রেণি শোষণ, বর্ণ বৈষম্য— এগুলি গৌণ।

দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিভাজনই
হল সবচেয়ে গভীর সামাজিক বিভাজন এবং এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অন্যান্য বিভাজনে
তুলনায় অনেক বেশি। অর্থনৈতিক শ্রেণিভিত্তিক দ্বন্দ্ব নয় বরং লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্বই হল প্রধা
ও প্রাথমিক দ্বন্দ্ব।

তৃতীয়ত, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের মূল কারণ হল সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো।

চতুর্থত, পিতৃতন্ত্র হল একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক শোষণ যার ভিত্তি নিহিত রয়েছে পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনে।

পঞ্চমত, সত্যিকারের নারীমুক্তির জন্য একটি লিঙ্গনিরপেক্ষ প্রয়োজন যা পিতৃতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটাতে পারবে।

ষষ্ঠত, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের মধ্যেও পরস্পরবিরোধী ও পৃথক ধারণা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(ক) কিছু কিছু র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা মনে করেন, নারীর প্রজনন ক্ষমতায় নারীদের গর্ব করা উচিত। কারণ এই বিশ্ব সংসার তাদের কারণেই গতিশীল। তাই তাদের পুরুষদের মতো হওয়ার দরকার নেই, তাদের নিজেদের গুণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে সকল নারী সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা উচিত এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। নারী ও পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যকে তারা মেনে নিয়েছেন এবং তাঁদের মতানুযায়ী, নারীরা পুরুষদের তুলনায় সবসময়ই উৎকৃষ্ট কারণ তাঁদের প্রজনন ক্ষমতা আছে, যা পুরুষেরা কোনোদিনই চেষ্টা করলেও অর্জন করতে পারবে না। মূলত, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধারণার প্রসার ঘটে।

(খ) আবার কিছু র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা পুরুষদের শত্রু হিসাবে দেখেন। তাঁদের মতে, নারীদের ওপর সমস্ত রকম অত্যাচারের মূল নিহিত আছে পিতৃতন্ত্রে এবং পিতৃতন্ত্র পুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট। তাই প্রত্যেক পুরুষই নারীর শত্রু, আর প্রত্যেক নারীই হল পুরুষদের অত্যাচারের সর্বজনীন শিকার (Universal Victim)। সুসান ব্রাউনমিলার (Susan Brownmiller) তাঁর *Against Our Will* (১৯৭৫)-এ বলেছেন, দৈহিক ও যৌন অপব্যবহারের মাধ্যমে পুরুষেরা নারীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। পুরুষেরা ধর্ষণ করতে পারে, তাদের সেই ক্ষমতা আছে— নারীদের মনে এই ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমেই তারা নারীদের নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকে আবার মনে করেন, নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা সমকামিতার আদর্শকে প্রচার করেছেন।

১.৬ সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism)

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গে আরেকটি মতবাদের আবির্ভাব ঘটে— সাংস্কৃতিক নারীবাদ। এই মতবাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তারা হলেন মার্গারেট ফুলার (Margaret Fuller), শর্লট পারকিন্স গিলম্যান (Charlotte Perkins Gilman) ও জেন অ্যাডামস (Jene Addams) প্রমুখ। এই মতবাদ অনুসারে সহযোগিতা, পরিচর্যা, বোঝাপড়া প্রভৃতি তথাকথিত নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ফুলারের মতে, নারীর এই গুণগুলিকে ধারাবাহিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমেই ভালোবাসা ও শান্তির পরিমন্ডল গড়ে তোলা সম্ভব। গিলম্যানের মতে, সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্যও এই বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিহার্য। সাংস্কৃতিক নারীবাদ, উদারনৈতিক নারীবাদের দাবীগুলিকে একদিক থেকে সমর্থন

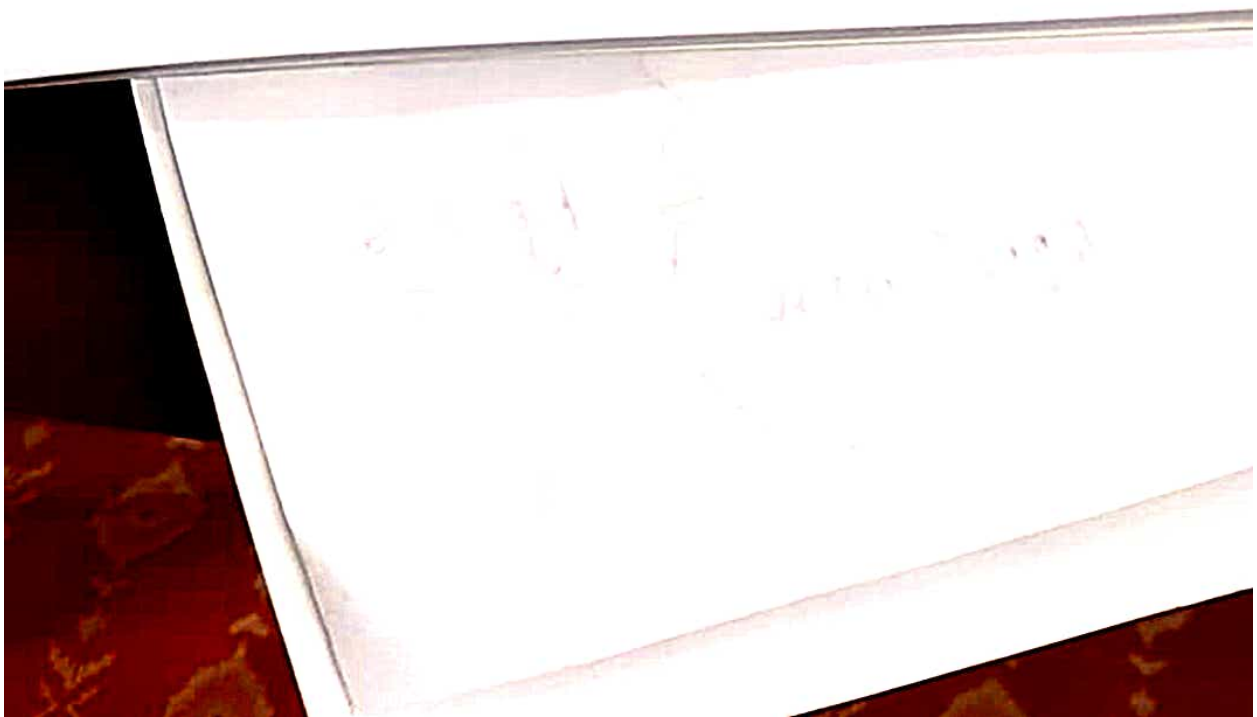

করে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, আইনি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকারগুলির সাম্য বিবাহ ও যৌনতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ধারণাগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন। সাংস্কৃ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে নারীদের অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে পারে। এই নারীবাদীরা মনে করেন, কেবল নারী পুরুষদের মতন সমান অবস্থান চান তারা নয়। নারীদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি উৎকৃষ্ট ও জন্য প্রশংসনীয়। তাই নারীর এই ভিন্নতাকে সম্মান জানানো উচিত এবং সমাজে নারী স্বতন্ত্র অবস্থান সম্মানের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। নারীর এই অবস্থান নির্মাণের উপায় হিসাবে তাঁরা নারী বিপ্লবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১.৭ পরিবেশ প্রধান নারীবাদ(Eco-Feminism)

১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ফ্রাঁসোয়াজ দোবান (Francoise d'Eaubonne) তাঁর *Feminism or Death* গ্রন্থে প্রথম Eco-feminism বা পরিবেশ প্রধান নারীবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯৮০-র দশকে এই ধারণা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভারতবর্ষে এই ধারণার প্রসার ঘটান পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক **বন্দনা শিবা**। এই মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

প্রথমত, পিতৃতান্ত্রিক ধারণায় নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করা হয় এবং পুরুষদের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়। দাবী করা হয়, যেহেতু প্রকৃতির তুলনায় সংস্কৃতি উচ্চস্থান অর্জন করে, স্বাভাবিকভাবেই পুরুষরাও নারীদের তুলনায় উচ্চ স্থানই অর্জন করে।

দ্বিতীয়ত, নারী ও প্রকৃতির মধ্যে এক অদ্ভুত মিল আছে। এক, উভয়ের ওপরই অন্যের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য দেখা যায় এবং প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য দেখা যায়। সুতরাং নারী ও প্রকৃতি উভয়ই শোষণের শিকার। দুই, নারী ও প্রকৃতির উভয়েরই পুনরোৎপাদনের ক্ষমতা আছে। মনে করা হয়, নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় নারীরা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, নারী আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যেও সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, উভয় ক্ষেত্রেই তারা বৈষম্যহীন ব্যবস্থাকে স্থাপন করতে চায়।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে একমত হলেও পরিবেশ প্রধান নারীবাদীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত পার্থক্য রয়েছে এবং তার ওপর ভিত্তি করেই এই মতবাদকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে—

১.৮ উদারনৈতিক পরিবেশ প্রধান নারীবাদ (Leberal Eco-Feminism)

নারীদের সঙ্গে যেহেতু পরিবেশের নৈকট্যের সম্পর্ক, তাই নারীরাই প্রাকৃতিক সম্পদের যথাপযুক্ত সংরক্ষণ করতে পারবে। সেই কারণে নারীদের পুরুষদের ন্যায় উপযুক্ত শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে বহির্জগতের দায়-দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা উচিত

[illegible] (Radical Eco-Feminism)

[illegible] ... এই ধারণাগুলির মূল লক্ষ্য।

[illegible] পরিবেশ সচেতন নারীবাদ (Socialist Eco-Feminism)

[illegible] ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজ শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিণত হয়েছে। [illegible] মহিলারা ক্রমশ কর্মহীন হয়ে পড়ে কারণ তখন কারখানায় পুরুষদের কর্মসংস্থান [illegible] মহিলারা গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা [illegible] নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক [illegible] হলে যেমন পরিবেশ সুরক্ষিত হবে, ঠিক তেমনই নারীদের অর্থনৈতিক [illegible] বৃদ্ধি পাবে, সকল রকম বৈষম্যের হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে।

[illegible] পরিবেশ সচেতন নারীবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বন্দনা শিবা। [illegible] *Staying Alive* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের [illegible] উন্নয়নের নামে প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের ক্ষতি করা হচ্ছে। তাই এই তথাকথিত [illegible] তিনি বিকৃত উন্নয়ন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা, [illegible] ঔপনিবেশিকতা ও নারী নির্যাতনের মধ্যে একটি আন্তসম্পর্ক আছে। পশ্চিমি [illegible] তথাকথিত উন্নয়ন পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্রকৃতি ও নারী বিরোধী। [illegible] মিজ (Maria Mies)-এর ন্যায় তিনিও পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিকতার বিরোধীতা করেন। [illegible] উন্নয়নের পরিবর্তে বিকল্প উন্নয়নের (যথা, কৃষি ও হস্তশিল্প) সন্ধান করতে [illegible] এবং নারী ও প্রকৃতি ভিত্তিক জনসম্প্রদায়গুলিকে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য [illegible] লড়াইয়ে সমর্থন করে যেতে হবে।

[illegible]১১ নয়া নারীবাদ বা উত্তর নারীবাদ (Neo-Feminism)

১৯৭০-র দশকের শেষের দিক থেকে নারীবাদী চিন্তাধারার মধ্যে আবারও কিছু পরিবর্তন [illegible] যেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে নারীবাদের আরেকটি নতুন রূপের আবির্ভাব ঘটে যা [illegible] নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ', 'নয়া নারীবাদ', 'উত্তর নারীবাদ' বলে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে [illegible]০-র দশক থেকে 'নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ' দেখতে পাওয়া যায়। এই পর্যায়ের [illegible] নারীবাদীদের মতে, ১৯৬০ ও ১৯৭০ র দশকের নারীবাদী আন্দোলনের দাবীগুলির তেমন [illegible] প্রাসঙ্গিকতা নেই বা থাকলেও তা অত্যন্ত সীমিত। এই ধরনের ধারণা গড়ে ওঠার

যেখানে দুটি আদর্শ উত্তর জানা থেকে পারে — এবং, ১৯৯০-এর দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে যে, সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারী সম্পর্কিত নতুন নতুন ও সমস্যা দেখা দেয়, যেগুলি পুরাতন কৌশলের দ্বারা সেগুলির সমাধান করা সম্ভব নয়। দুই, নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থানে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যা নারীদের নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করে।

নারীবাদের পূর্ববর্তী দুটি তরঙ্গ মূলত ছিল শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণির উন্নত রাষ্ট্রগুলির নারীদের দ্বারা গড়ে ওঠা আন্দোলন। অপরদিকে নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ সমাজের মধ্যেকার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। এখানে শুধুমাত্র নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ও বিভাজনের ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না, বরং নারীদের মধ্যেকার বিভাজনকেও সমান গুরুত্বের সহিত দেখা হয়। এখানে নিম্ন শ্রেণির নারীদের কথা, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের নারীদের চিন্তা-ভাবনা এবং কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীদের মতে, নারীবাদী আন্দোলনের আগের দুই তরঙ্গে এদেরকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ (Black Feminism) খুবই উল্লেখযোগ্য।[১৪] কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদের মতে, চিরায়ত নারীবাদী তত্ত্বগুলি নারীদের মধ্যেকার বর্ণভিত্তিক বৈষম্যকে উপেক্ষা করে নারীদের একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী (Homogenous Group) হিসাবে দেখেছে এবং শুধুমাত্র লিঙ্গবৈষম্যকেই নারীদের ওপর সমস্ত ধরনের আধিপত্যের, শোষণের, বঞ্চনার একমাত্র কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নিপীড়নের ক্ষেত্রে বর্ণ, লিঙ্গ ও শ্রেণির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে। নিম্নবিত্ত শ্রেণির মহিলা ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মহিলার মধ্যে নিপীড়নের মাত্রা ও রূপের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। আবার কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ও শ্বেতাঙ্গ মহিলার মধ্যেও বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। একজন নিম্নবিত্ত শ্রেণির কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে তিনদিক থেকে নিপীড়ন সহ্য করতে হয়— এক, বর্ণভিত্তিক নিপীড়ন-কারণ সে কৃষ্ণাঙ্গ, দুই, শ্রেণিভিত্তিক নিপীড়ন—কারণ সে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এবং তিন, লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়ন— কারণ সে নারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছে।

একজন নারীর 'পরিচিতি' (Identity) কিসের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হবে ব পরিচিতির পুনর্নির্মাণ কি করে সম্ভব সে বিষয় উত্তর কাঠামোবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইক্ষেত্রে তাঁরা ফরাসী দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucalt)-র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের মতে, নারীর ধারণা (Idea of Woman) টিই একটি কল্পনা স্থায়ী নারী পরিচিতি (Fixed Female Identity) বলে আদৌ কিছু হয় না। কারণ নারী ও পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হিসাবে ধরা হয় — নারীর প্রজনন ক্ষমতা আছে

১৪। Andrew Heywood (2012), *Political Ideologies: An Introduction*, 5th Edition, Palgrave Macmillan, PP.248

পুরুষদের নেই। কিন্তু সব নারী সন্তান উৎপাদনে সক্ষম নয়। সুতরাং নারী-পুরুষের মধ্যকার বিভাজন যৌনতার ওপর নির্ভর করে করা হয় সেটিই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে বলা যেতে পারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক বা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য নেই, যা আছে তা ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মাণিত।

উত্তর নারীবাদ দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদের ধারণা ও নিয়মগুলিকে নাড়িয়ে দেয়। যেমন, ক্যামিল পেগলিয়া (Camille Paglia) আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেন, নারীবাদের প্রধানতই হল নারীদের নিপীড়িত বা Victim হিসাবে দেখানো। তাঁর মতে, নিজেদের যৌনতা ও ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব নারীদের নিজের হাতেই তুলে নিতে হবে। অপরদিকে নাওমি উলফ (Naomi Wolf) তাঁর *Fire on Fire*-এ বলেছেন, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নারীদের নিজস্ব মনোস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা।

এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিশ্বায়ন। নারীর জীবন, ভূমিকা ও সামাজিক অবস্থানে বিশ্বায়নের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রভাব যেমন ইতিবাচক, তেমনি নেতিবাচকও বটে। বিশ্বায়নের ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই নারীদের জন্য কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায় যা নারীদের আন্দোলনকে বহুগুণ ত্বরান্বিত করে। তাছাড়াও 'feminized work', 'pink-collar' কাজের ফলে পুরুষদের প্রতি নারীদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা কমে যায় এবং সমাজে তারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানাধিকারে সক্ষম হয়।

অপরদিকে অনেকেই বলেছেন, বেতনভুক্ত কাজে নারীদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের নিরাপত্তাহীনতা ও তাদের ওপর শোষণও ততগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের যে কেবলমাত্র কম মজুরি যুক্ত কাজে নিয়োগ করা হয় তাই নয়, তাদের এমন কাজের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয় যেখানে শ্রমিক সংগঠন বা শ্রমিকদের অধিকার কম থাকে। তাছাড়াও তারফলে নারীদের দ্বিগুণ কাজের দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে— এক, বহির্জগতে বেতনভুক্ত কাজে তাদের শ্রম দিতে হয়, আবার একই সঙ্গে পরিবারের সমস্ত রকম গার্হস্থ কাজের দায়িত্বও তাদেরকেই পালন করতে হয়। এই কারণেই অনেক নারীই বিশ্বায়ন বিরোধী এবং পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন।

অতি সম্প্রতি ২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। এটি নারীর ক্ষমতায়ন, ইন্টারনেট সরঞ্জাম এবং আন্তঃসংযোগের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গও অন্যান্য তরঙ্গের ন্যায় নারী-পুরুষের সমতা দাবী করে। তাঁদের মতে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এবং নির্যাতন ও হয়রানির বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা, ঐক্যবদ্ধতা এবং নিজেদের বক্তব্য পেশ করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই কাজের উদ্দেশে মুদ্রণ, সংবাদ এবং সোস্যাল মিডিয়া যতটা সম্ভব ততটা ব্যবহার করা উচিত।

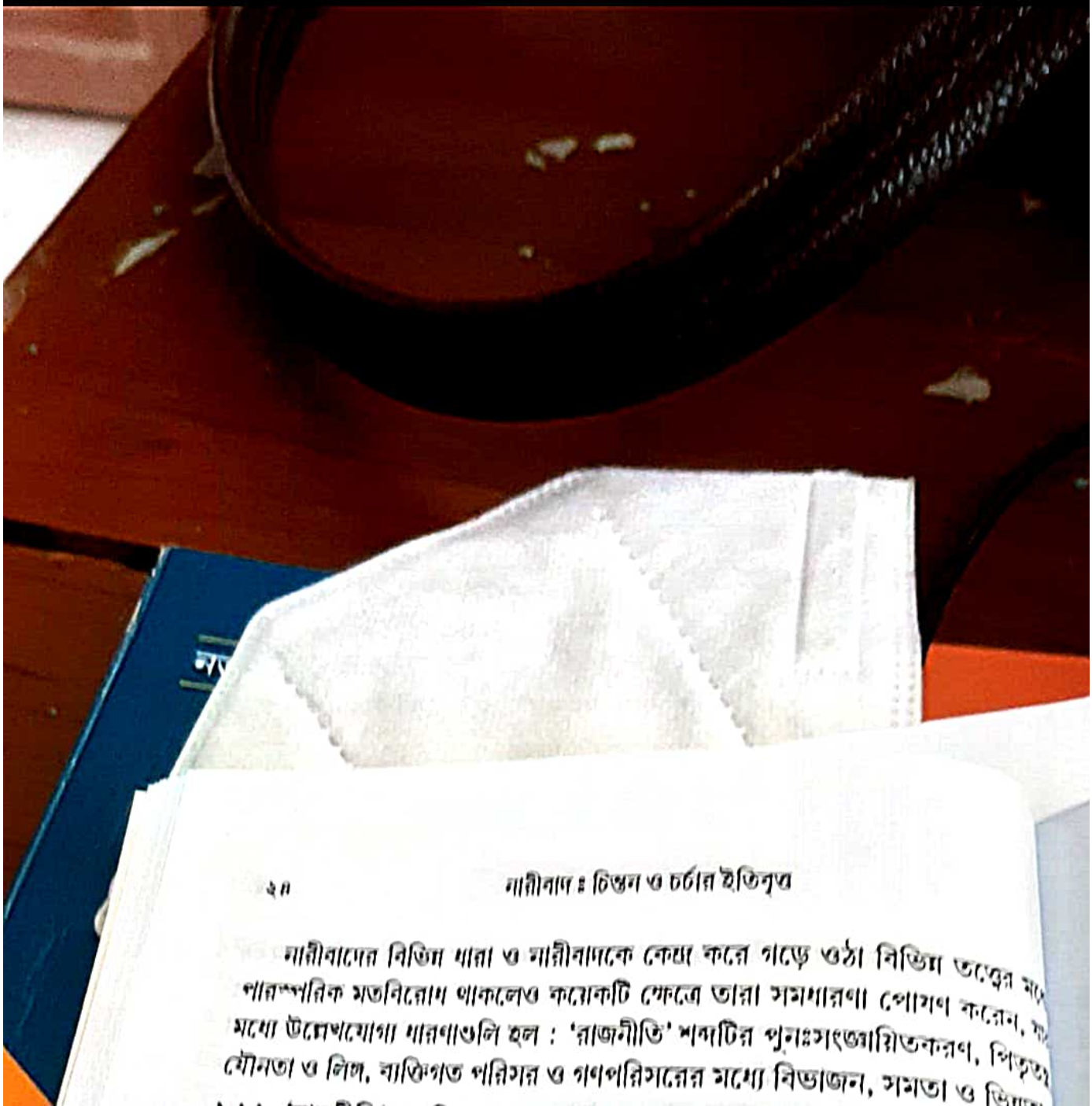

16:28 80%

You
04/04/22, 20:23